R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে চৈত্র ১৪২১
৮ই এপ্রিল ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুর পারে ওয়ার্ডভিত্তিক সম্ভাব্য ফলাফলের এক ঝলক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের জেতার সম্ভবনা প্রবল। দলের প্রার্থী মোজাহারুল ইসলামের (আজা) সঙ্গে কংগ্রেসের জামাল সেখের লড়াই হবে। গত নির্বাচনে ২ নম্বরের প্রার্থী ছিলেন পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম। এবার ওয়ার্ডটি মহিলা হয়ে যাওয়ায় মোজাহারুলের ভায়ের স্ত্রী মাসেদা বেগম সেখানে সিপিএম প্রার্থী। ওর সাথে কংগ্রেসের আয়েসী বেগমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তবে পাল্লা ভারি সিপিএমের দিকে। ৩ নম্বরে তৃণমূলের প্রার্থী তারিকুল ইসলামের সঙ্গে হালের পুরপতি সিপিএম প্রার্থী মোজাহারুল ইসলামের সরাসরি লড়াই হবে। তারিকুল কংগ্রেস থেকে এখন তৃণমূলে। কিন্তু মোজাহারুলের রাজনৈতিক রঙের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। এর জন্য এলাকার মানুষে কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে মোজার। ৪ নম্বরে সিপিএমের রবিউল হোসেন মণ্ডল প্রার্থী হলেও দলের সক্রিয় কর্মী সেলিম মাস্টার সেখানে বিরোধীতা করছেন। প্রকাশ্যে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী জুম্মা খাঁনের প্রচারে নেমে গেছেন। এই ওয়ার্ডে গত দু'বার থেকে সিপিএম জয়ী হচ্ছে। ৫ নম্বরে আর.এস.পির ফিরোজা বেগম, অন্যদিকে ষ্ট্যণ্ডিং কাউন্সিলার সঞ্জীব মণ্ডলের স্ত্রী কবিতা কংগ্রেস প্রার্থী। এছাড়া তৃণমূলের হয়ে বীণাপাণি দাস লড়ছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই হবে। বর্তমান পরিস্থিতি তাই বলছে। ৬ নম্বরে তৃণমূলের প্রার্থী মুস্তাক হোসেন। গত নির্বাচনে কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়ে ৬ ভোটে হেরে যান। তার প্রতিদ্বন্দ্বী গত বারের জয়ী বামফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী প্রয়াত মহঃ গাফফারের ছেলে হাবিবুর রহমান। তারই জেতার সম্ভাবনা প্রবল। ৭ নম্বরে কংগ্রেস প্রার্থী যুবনেতা জিয়াউর রহমান। সিপিএম প্রার্থী কাশীনাথ মণ্ডল। ঐ ওয়ার্ডে ৬জন পার্টি নিয়ে সিপিএমের বিরোধীতায় নামলেন সিপিএমের আলিপ সেখ। তিনি তৃণমূলের মহঃ রহমাতুল্লাকে সমর্থন করছেন। ৮ নম্বরে সিপিএম প্রার্থী সম্মানী মণ্ডলকে হারাতে বিজেপি, তৃণমূল, এস ইউ সি জোটবদ্ধ। ৯ নম্বরে সিপিএমের উদয় সিংহের সঙ্গে কংগ্রেসের শান্তা সিংহর সরাসরি লড়াই এ বাদ সাধলেন ঐ ওয়ার্ডের প্রাক্তন কং কাউন্সিলার প্রয়াত হারু সিংহের ছেলে তৃণমূলের কৌশিক সিংহ। তার গণসংযোগ ভালো। ১০ নম্বরে আর.এস.পির সঞ্জু খাঁনের সঙ্গে তৃণমূলের রফিজুদ্দিন সেখের (হাবু) লড়াই-এর জমিনে গোঁজ প্রার্থী সিপিএমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের এল.সি.এস. সাখাসম্পাদক ইন্তেকাব আলম। অসংখ্য পার্টি সদস্য নিয়ে তিনি ওখানে আর.এস.পি প্রার্থীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন বলে খবর। ১১ নম্বর ওয়ার্ডটি দীর্ঘ ৩৪ বছর কংগ্রেস দখলে থাকলেও গত নির্বাচনে সিপিএমের জয়ী প্রার্থী জয়ীদুর রহমান। বর্তমানে সিপিএম প্রার্থী আবিদা সুলতানা জয়ীদুরের স্ত্রী। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী (শেষ পাতায়)

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান নিয়ে নানা কথা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতাল চত্বরে বেশ কয়েকমাস আগে 'সাহা এজেন্সী' নামে সরকার নির্ধারিত দামের একটি ওষুধের দোকান চালু হয়। প্রথম দিকে ওষুধ সরবরাহ ও প্রকৃত দাম নেয়ার জন্য মানুষের মুখে মুখে সুনাম ছড়ালেও,বর্তমানে সে নাম আর নেই। অভিযোগ, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মতো ওষুধ না দিয়ে কোন কোন ওষুধের ক্ষেত্রে নিজেরা প্রভাব খাটাচ্ছেন এবং রোগীর লোককে অন্য ওষুধ নিতে বাধ্য করাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে ক্যাশমেমো দিচ্ছেন না। জনসাধারণের অভিযোগ মতো মহকুমা শাসক দোকানটি সরজমিন তদন্ত করেন। দামের ক্ষেত্রে হেরাফেরি দেখে প্রথমবার ধমক দিয়ে সাবধান করে যান বলে খবর। আরও জানা যায়, সরকার নির্ধারিত ১৪৪ রকমের ওষুধ সাপ্লায়ের নির্দেশ থাকলেও তারা সে নির্দেশ মানছেন না। এবং অনভিজ্ঞ কর্মী দিয়ে দোকান চালাচ্ছেন।

পোষ্টাল বিভাগে তের মাসে বছর

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ডিসেম্বর ২০১৪ রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসে এক দুঃসাহসিক চুরিতে নগদ ১৫ লক্ষ টাকা, বেশ কয়েকটি কম্পিউটার, বহু নথিপত্র চুরি যায়। দুষ্কৃতীরা ভল্ট তুলে নিয়ে চলে যায়। পুলিশ নগদ ২ লক্ষ টাকা সমেত কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। এই পর্যন্ত। দপ্তর থেকে সরজমিন তদন্তকে এসে হেড অফিসকে নিরাপত্তায় ঘিরতে অফিসের সামনে, পিছনে ও দোতলার কয়েকটি জায়গায় কোলাপসিবল গেট বসানোর ছক তৈরী করে নিয়ে যান। কিন্তু তারপর (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে চৈত্র, বুধবার, ১৪২১

সাপ্তাহিক সাহিত্য

[শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) ১৩৩৭ সালে জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় 'সাপ্তাহিক সাহিত্য' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল আগের লেখার সঙ্গে বর্তমানে ব্যাপক সামঞ্জস্য আছে। লেখাটির অংশবিশেষ প্রকাশ করা হল। – সম্পাদক]

বর্তমানে সাহিত্য জিনিষটা যে কি তাহা বুঝিলাম না। বিশেষতঃ বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখপত্রগুলি দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আমাদের মত অসাহিত্যিকের পক্ষে বিড়ম্বনা। এক একখানি মাসিকে ভাষার অনেক প্রকার কেরামতি উঠিয়াছে। ভাবের নানাপ্রকার বিস্ফোরক তৈয়ারী হইয়াছে। ছবির কথা–তাহা না বলিলেও চলে। সে একদিন ছিল যখন সাহিত্যে সমাজ উঠিত বসিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কবিকঙ্কনের চণ্ডী,নীলকণ্ঠ, দাশু রায়, নিধুবাবু, মধু কানা, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের কবিতায় ও গানে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা আজ নাই। ইঁহাদের অনেককাল পরে আসিলেন বিদ্যাসাগর। পুরাতন মালঞ্চে বেল-জুই-চামেলী, জবা-চম্পক-করবীর সঙ্গে তিনি রোপণ করিলেন বিদেশী ফুলের চারাগাছ। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি তাহাতে জলসেচন করিলেন, ফুল ফুটাইলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের সৃষ্ট মালঞ্চে কীট প্রবেশ করিল। স্বদেশী কীটের উৎপাতেই লোকে অতিষ্ঠ, ইহার উপর আসিল বিদেশী কীট, ইহার আমদানী করিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিলাতী প্রেমের কীটে বাঙ্গালা সাহিত্য ভরিয়া গেল। যাহা বাকী ছিল তাহার পূরণ করিলেন শরৎচন্দ্র। ভারতী ইহা দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়াছিলেন কিনা তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

বর্তমান সাহিত্য রিরংসা বা প্রেমকীটময়। সাহিত্য অর্থে যদি কামকে রঞ্জিত করাই বুঝায়, দিকে দিকে রিরংসার আবহাওয়ার সৃষ্টিই বুঝায়, তবে সে সাহিত্য জাহান্নমে যাউক। অনুরাগ বা লভ্ (LOVE)- গুপ্ত প্রণয়কে পবিত্রতার আবরণ দিবার চেষ্টা আধুনিক সাহিত্যে খুবই হইতেছে। নায়িকাকে ভালবাসিয়া কি কি করিলাম তাহার জন্য অধ্যায়ের পর অধ্যায় সৃষ্ট হয়। ভালবাসিতাম এখন সে বহু দূরে ; তাহার গমনকালে কোন্ কোন্ অঙ্গ সঞ্চালিত হইত তাহার বর্ণনায় মানুষের এমন একটি প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা হয়, যাহা সাহিত্যের পবিত্র কর্তব্যের গণ্ডীর বাহিরে।

আজকাল ছবিগুলিও সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার যদি ছবির অঙ্গ বিশেষে আর্ট ফুটিয়া উঠিল ত কথাই নাই। মডার্ণ মাসিকে প্রথমে যিনি ছবির আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি এতদূর হইবে--ভাবিয়াছিলেন? এই ছবিগুলি যদি সাহিত্যের অঙ্গ–তবে কাহাদের জন্য ঐগুলি অঙ্কিত হয় ? যদি অঙ্গ নয়, তবে তাহারা প্যারিস পিকচারের এল্বাম সৃষ্ট করুক। সাহিত্যের অঙ্গে ভর করিয়া এরূপ বীভৎসতা ছড়াইবার প্রয়োজন কি ?

মাসিকে সাহিত্য চলিতেছে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া। ইহা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে সাহিত্য মরিতে বসিয়াছে। লেখকেরা প্রায় সকলেই নাম কিনিবার জন্য ব্যস্ত। আর এক দোষ মাসিকের সম্পাদকগণের। তাঁহারা কেহই নিজ নিজ পত্রিকায় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত নহেন।

সাহিত্যের ভাষা এখন কথার মত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সাহিত্যের ভাষা বুকের ব্যথার মত। পুর-লক্ষ্মীদের তাহা হিষ্টিরিয়া ; প্রবীণদের তাহা শ্বাসকাস। কথায় সাহিত্য কতটুকু আত্মপ্রকাশ করে ? কয়শত কথা প্রত্যেক মানুষে ব্যবহার করিতে পারে–খুব সীমাবদ্ধ সাধারণ কথা যাহাতে মনের ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং বড় ভাব বুঝাইতে হইলে কথা আপনি জড়াইয়া আসে। যেরূপ "মলয়জ শীতল" এ কথাটি চলতি কথায় কিরূপ হইবে ? হয়ত বলিবে 'মলয় যে শীতলতাকে জন্ম দিয়েচে তারই চরশ্চয় কিংবা।' অন্য কিছু ; 'হয়ত বা এমন কিছু দিয়া বুঝাইবে আমরা তা কল্পনাও করিতে পারিব না। এইরূপ চলতি কথায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি ভাষাকে বড় করা ? একই বঙ্গভাষা, তাহাতে আবার চলতি কথার সাহিত্য আমদানি করিয়া দলাদলি বাঁধিল কেন ?

সাহিত্যের মুখপত্রগুলির দাম একটু কমাইলে এবং স্বাস্থ্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করিলে সমাজের এবং সাহিত্যের উন্নতি হয়। আর একটি বিষয় আছে, সেদিকে সাহিত্যিকগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাহার নাম সাপ্তাহিক সাহিত্য।

সাপ্তাহিক সাহিত্য, আমাদের আর একটি অবলম্বন যাহাতে ভর করিয়া সাহিত্য প্রভাবশালী হইতে পারে।

মাসিক অপেক্ষা সাপ্তাহিক অনেক বেশী স্থায়ী আবহওয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। নিজের সাহিত্য, নিজের ভাষা, যাহা না হইলে মনের কথা বলিতে পারি না, প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারি না, ব্যথা পাইলে কাঁদিতে পারি না, তাহাকে ভাল করিয়া সাজাইতে কাহার না সাধ হয় ? কে ভাল করিয়া হাসিতে চাহে না ? জগতে কে শোকাতুর –ভাল করিয়া কাঁদিতে চাহে না ?

সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করুক। বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষপুটেই নিজেকে বসাইয়া বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি করিতে থাকুক।

শিল্পীরা মানুষের কথা বলুন

সাধন দাস

কবি সাহিত্যিক নাট্যকার অভিনেতা বা সঙ্গীতশিল্পীরা রাজনৈতিক সংকটে বিবেকের ভূমিকায় থাকবেন,নাকি কোনও একটি পক্ষ অবলম্বন করবেন, এই নিয়ে বিতর্ক চলছে। সম্প্রতি কয়েকটি নির্বাচনে দেখলাম, প্রায় সমস্ত সৃষ্টিশীল মানুষেরাই শাসকদল ও বিরোধীদল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। প্রতিটি মানুষের,তা তিনি যত বড়ই শিল্পী হোন, একটি সামাজিক সত্তা থাকে। এই পর্যায়ে তিনি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র কিছু নন। এই পর্যায়েই থাকে ছোট ছোট স্বার্থ, প্রত্যাশা আর প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি অভিঘাত। আর শুনতে খারাপ লাগলেও একথা সত্যি যে মূলতঃ এই স্তর থেকেই গড়ে ওঠে মানুষের রাজনৈতিক সত্তা। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তো হতেই পারে, আমাদের

(শেষ পাতায়)

ভোটের ছড়া-'এক থেকে দশ'

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)
ভোটের ছড়া এক
চোখ খুলে তুই দ্যাখ–
সখা-সখীর পৌরসভা
বাম-দক্ষিণ সব এক।

(২)
ভোটের ছড়া দুই
কী বলবি তুই ?
বিনা টেণ্ডারে রাস্তা মেরামতির
টাকাগুলি কোথায় থুই ?

(৩)
ভোটের ছড়া তিন
মানুষ ; নির্বাক দিন দিন–
এখানে রাস্তাগুলো গলি হয়ে যায়
পৌরসভা উদাসীন !

(৪)
ভোটের ছড়া চার
শুধু বামেদের ওপর খার–
দেখতে চান না ; না দেখতে পান না
শাসক দলের মার ?

(৫)
ভোটের ছড়া পাঁচ
দিব্যি খেয়ে-পরে তুই বাঁচ–
যে যা করছে করুক না ভাই
তোর কি লেগেছে আঁচ ?

(৬)
ভোটের ছড়া ছয়
হিসাবটি সোজা নয়–
ওর হাতে কী প্রমাণ আছে
আমাকে চোর কয় ?

(৭)
ভোটের ছড়া সাত
ভট্চার্য বামুন কি কুপোকাত ?
'মোহন প্যারে' বাঁশি না ধ'রে
ধরল রাধার 'হাত' ?

(৮)
ভোটর ছড়া আট
নেই অহংকারের ঠাট-বাট–
ভোট ভিক্ষা ক'রে ক'রে
গলা শুকিয়ে কাঠ !

(৯)
ভোটের ছড়া নয়
সবার মনে ভয়–
জল যে এবার বেজায় ঘোলা
কার ভাগ্যে জয় ?

(১০)
ভোটের ছড়া দশ
দেখা যাক গণতকারের যশ–
'ইচ্ছাপূরণ' মাদুলি দিলেন
সিয়োর রেজাল্ট দেবে বস্ ?

আসন্ন জঙ্গিপুর পৌরসভা নির্বাচনে

১৫ নং ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট মনোনীত সি.পি.আই.(এম) প্রার্থী

বিশিষ্ট আইনজীবী ও কাজের মানুষ কাছের মানুষ

কমঃ সুবীর রায় -কে

কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নে ভোট দিন

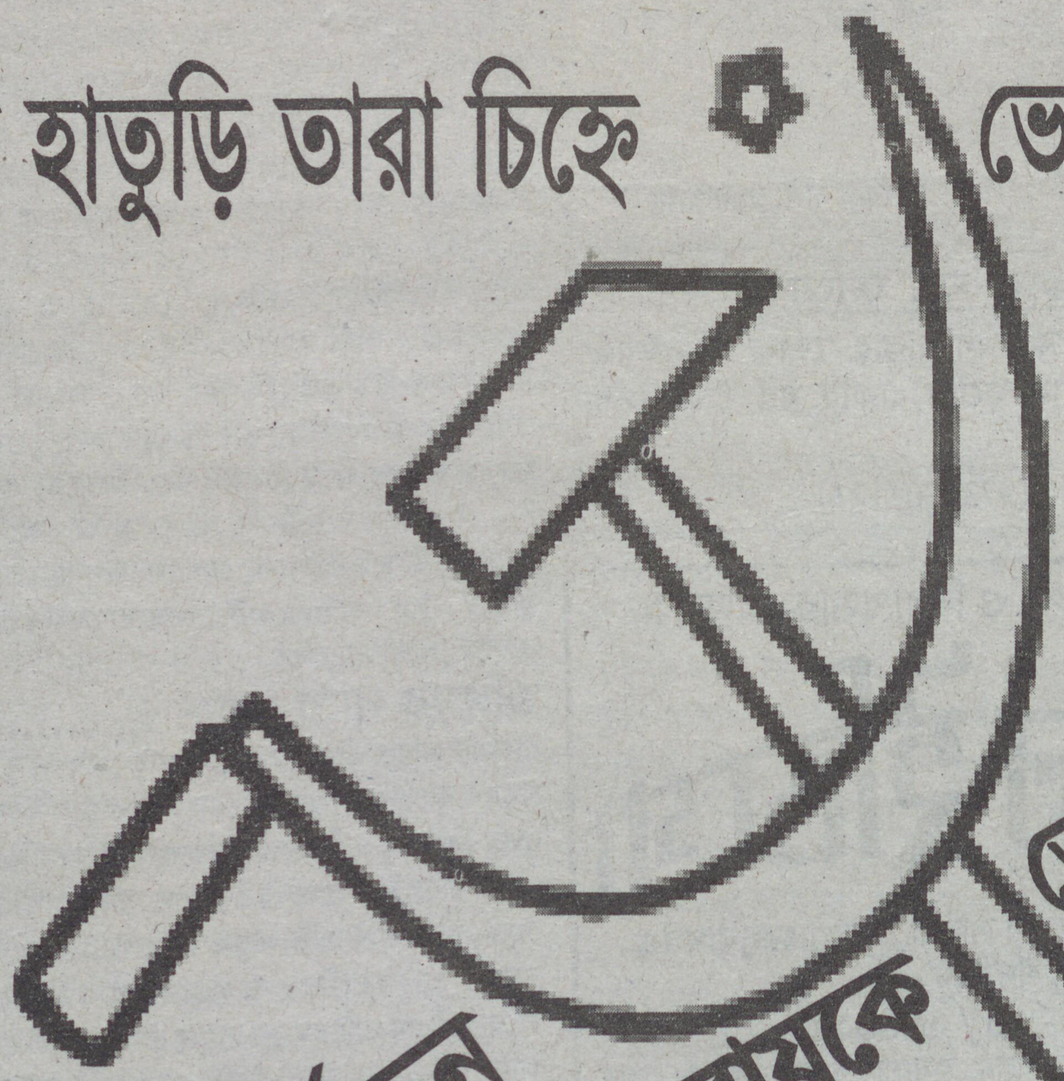

পুর নির্বাচন কমঃ সুবীর রায়কে ভোট দিন

পাড়ায় পাড়ায় বাঁধুন জোট
কাস্তে হাতুড়ি তারায় সব ভোট

বামফ্রন্টের পক্ষে রণজিৎ রায় কর্তৃক প্রচারিত

পোষ্টাল বিভাগ .....(২ পাতার পর)

আর কিছুই হয়নি। রাতে অফিসের নিরাপত্তায় ভেতরে দু'জন ই.ডি কর্মী দিয়ে নাইট ডিউটি চালু রাখা হয়েছে। অন্যদিকে অফিসের গেটের মুখে চায়ের দোকানগুলোতে বাইরের লোকের আড্ডা বাড়ছে।

দোতলা বাড়ী ও পেট্রোল পাম্প বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের রবীন্দ্রপল্লীতে ৩½ কাঠা জায়গার উপর সুন্দর দোতলা বাড়ী বিক্রী আছে। এবং মির্জাপুরে পেট্রোল পাম্প কোম্পানীর নিয়মে মালিকানা হস্তান্তর হবে।
যোগাযোগ- ৯৪৭৬৪৫৮১৩১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, নিম্নের বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া মাননীয় জঙ্গিপুর উচ্চ বিভাগীয় দেওয়ানী আদালতে বাদী জগন্নাথ দাস, পিতা ঁরমাপতি দাস, সাং রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া, পোষ্ট + থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয়ের আনিত বিবাদী অর্চ্চনকুমার সিংহরায়, পিতা ঁঅবনীভূষণ সিংহরায়, সাং রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া, পোষ্ট + থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয়ের বিরুদ্ধে ৬৮/১২ পার্টিশন মোকর্দ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে। অতএব নিম্নের বর্ণিত সম্পত্তি মোকর্দ্দমায় কোন পক্ষ দ্বারা হস্তান্তর হইলে গ্রহীতা ব্যক্তি মোকর্দ্দমার রায় ও ডিগ্রী অনুযায়ী বাধ্য থাকিবেন।

নালিশী সম্পত্তি

খং নং	দাগ নং	রকম	পরিমাণ
C/S-২৭	C/S-২৬৬	ভিটি বাড়ী	১৩ শতক।
R/S-২৬	R/S-৪৬৫		
	L/R-৬৭৬		

জগন্নাথ দাস, রঘুনাথগঞ্জ

দোকান ঘর ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জীপার্কে মেন রাস্তায় 'ডোনা মেডিক্যাল' এর পাশে ৩০০ স্কোয়ার ফুটের একটি ঘর ভাড়া দেয়া হবে।
সত্বর যোগাযোগ করুন (9735700121)

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে) পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

ঝড় বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী থানার অরঙ্গাবাদ এলাকায় গত ৩০ মার্চ কালবৈশাখীর দাপট নেমে আসে বলে খবর। প্রবল বৃষ্টিতে অনেক জায়গায় জল দাঁড়িয়ে যায়। কয়েকটি পাতার গোডাউনে নাকি ক্ষতি হয়।

শিল্পীরা .....(২ পাতার পর)

দুর্ভাগ্য---শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও এর ব্যতিক্রম নন। যেমন একজন গ্রামের গরীব মানুষের রাজনৈতিক সত্তা তৈরি হয় দু'কেজি চাল, দু'খানা কম্বল, ব্যক্তিগত বিবাদের জেরে তৈরি পাড়া-পর্যায়ের গোষ্ঠীতন্ত্র আর বার্ধক্যভাতার কটা টাকা পাওয়া-না-পাওয়ার টানাপোড়েনে। টুজি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ দুর্নীতি, পরমাণু-চুক্তির ইত্যাদি ইত্যাদির মত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের সামাজিক জীবনেও থাকে তেমনি কিছু পাওয়া-না-পাওয়ার সন্তুষ্টি-সংক্ষোভ। সরকারি খেতাব, খাতির, প্রচার, অর্থানুকূল্য, পুরস্কার, তিরস্কার, ঔদাসীন্য---এসব নিয়েই শিল্পীর সামাজিক সত্তা। আর এই সামাজিক সত্তাই কখন অজান্তে গড়ে দেয় তার রাজনৈতিক সত্তাকে। আমরা সবাই চাই প্রচার আর স্বীকৃতির। এই স্বীকৃতির পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমাদের সামাজিক তথা রাজনৈতিক সত্তা প্রথমে আহত পরে প্রতিবাদী হয়, আবার এর বিপরীত বিষয়ও ঘটে। ফলে যে-উচ্চতা থেকে তাঁর সময়কালকে দেখা উচিত ছিল (যেখান থেকে তাঁর শিল্প সৃষ্টি হয়), সেখান থেকে তিনি চলমান জীবনকে দেখতে চান না (বা পারেন না) বলেই তাঁরা শেষপর্যন্ত মহান শিল্পী বা সাহিত্যিক হয়েও একচক্ষু হরিণ হয়ে যান। এর ফলে ক্ষতি হয় আমাদের মত সাধারণ মানুষদের তথা সমগ্র দেশের ও সমাজের---যাঁরা রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতালোভী প্রচারের উচ্চকিত ঢক্কানিনাদে বিভ্রান্ত হয়ে 'সত্যের মুখ' হাতড়ে বেড়াই। শিল্পীরা যেহেতু তাৎক্ষণিকতার উর্ধ্বে উঠে 'আবহমানের বাণী' শোনান আমাদের, আমরা তাই দুর্দিনে দুঃসময়ে তাঁদের কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ থাকি। কিন্তু যখন তাঁদের মুখে দেখি আমাদেরই মুখের প্রতিবিম্ব বা প্রতিধ্বনি, তখন আহত হই। আবার কখনও কখনও মহান শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের 'স্বদলভুক্ত' দেখে আমাদের রাজনৈতিক সত্তা পরম পরিতৃপ্তি বোধ করে, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও মজবুত করি। ভুল সংশোধনের আর কোন সুযোগই থাকে না। কেন না, আপামর জনগণ---আমরা যেন ধরেই নিই---শিল্পী-সাহিত্যিকরাই আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান যাচাইয়ের নির্ভুল মানদণ্ড। এতখানি অধিকার ও ক্ষমতা আমরা যাঁদের উপর ন্যস্ত করেছি, তাঁরা নিজেদের তার উপযুক্ত করে তুলুন। আপনারা 'দলের কথা' নয়, স্ব স্ব শিল্পক্ষেত্রে চিৎকার করে 'মানুষের কথা' বলুন।

মাননীয় গুণীজন, আপনারা আপনাদের সামাজিক সত্তা থেকে আরেকটু উপরে উঠুন না, যেখানে আপনাদের 'গোপন বিজন' শিল্পীসত্তা ঘুমিয়ে আছে। এই সংকটে 'সমস্বরে' যেখান থেকে কিছু বলুন---আমরা তাকেই শিরোধার্য করব।

জঙ্গিপুর পারে ওয়ার্ড .....(১ পাতার পর)

রুকমিনা খাতুন এলাকার মেয়ে। তাই ১৪৭ নং বুথের ১০৭৭ ভোটারের ৮০ শতাংশ বংশগত কারণে রুকমিনার দিকে চলে যাবে বলে এলাকার খবর। ১২ নম্বরে সিপিএম প্রার্থী প্রণব সরকার, বিক্ষুব্ধ সিপিএম বর্তমানে কংগ্রেস প্রার্থী মোহন মাহাতো, বিজেপির রুদ্রশঙ্কর দাস, তৃণমূলের সুকান্ত চৌধুরী। এখানে কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির লড়াই এ সিপিএম থাকবে তিন নম্বরে বলে কানাঘুষা চলছে। তৃণমূল প্রার্থীর ওপর মানুষের কোন আস্থা নেই বলেও জানা যায়। ২১ নম্বরে সিপিএম প্রার্থী হুমায়ুন সেখের একটা পকেট ভোট ছিল। ওয়ার্ড বিন্যাসের কারণে ৮ নম্বর কেটে ২১ নম্বর ওয়ার্ড তৈরী হয়েছে। তাই হুমায়ুনের পকেট ভোটও বাদ পড়েছে। সেখানে তৃণমূলের হান্নান সেখের সঙ্গে সিপিএমের সরাসরি লড়াই হবে বলে খবর। (আগামীতে বাকী ওয়ার্ড)

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।